সমৃদ্ধি বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৭ম বর্ষ, ৭৫ তম সংখ্যা জুন' ২০২২

স্যাটেলাইট ক্লিনিক হতে সেবা নিয়ে সুস্থ শিশু উম্মে হাবিবা (৫মাস) স্বস্তিতে পরিবার

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের আকবরবলী পাড়া গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন হাদিসা বেগম তিনি পেশায় গৃহিনী এবং স্বামী জসিম উদ্দিন তিনি দিনমজুর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহার ১মাত্র মেয়ে সহ মাতা/পিতা সহ মিলে মোট ৭ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাদের পরিবারে ছোট দুই বোন পড়া লেখা অবস্থায় রয়েছে। তাহার পিতা/মাতা বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। একমাত্র স্বামী জসিম উদ্দিন হলেন আয়ের উৎস। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে সবার শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়, যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে খরচ জোগাড় করতে না পেরে, গ্রামের ঔষুধের দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে যায়। তাহাতে কোন সুফল না পেয়ে আকবরবলী পাড়া গ্রামের আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আকতার খানা পরিদর্শনে গেলে, মা হাদিসা বেগম তার অসুস্থ শিশু উম্মে হাবিবা ৩ দিন যাবৎ অসুস্থ বলে জানান। হাদিসা বেগম থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়ে উম্মে হাবিবা, ভালো কোন ডাক্তার দেখানোর মতো সুযোগ নাই, এবং মেডিক্যাল গেলে অনেক দূর, তাছাড়াও টাকা পয়সার একটা ব্যাপার আছে। যার কারণে স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করেছে বলে জানান। উক্ত চিকিৎসায় শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে বেশী অসুস্থ পড়েন শিশু উম্মে হাবিবা। যার কারণে মা হাদিসা বেগম চিন্তায় পড়ে যায়। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য পরিদর্শক- জেসমিন আকতার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি.বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী গত ১২.০৫.২০২২ ইং তারিখ শিশু উম্মে হাবিবাকে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে যায় মা হাদিসা বেগম। স্যাটেলাইট

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- তাং ১২/০৫/২০২২ ইং

ক্লিনিকে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: জাহাঙ্গীর আলম চৌ: দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৬/০৫/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ শিশু উম্মে হাবিবা এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক হতে সেবা নিয়ে সুস্থ আনোয়ারা বেগম (৫২)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের মৌলবী পাড়া গ্রামের ৯নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন আনোয়ারা বেগম, তিনি পেশায় গৃহিনী এবং স্বামী আবদুল গফুর একজন বয়স্ক মানুষ বয়স প্রায় ৬০ বছর। তাহার ২ ছেলে ২ মেয়ে সহ মাতা/পিতা সহ মিলে মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহার ১টা ছেলে বর্তমানে ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন, ১ টা মেয়ে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন, বড় মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেয়। পরিবারের একমাত্র বড় ছেলে মো: জুবাইরই আয়ের উৎস তাহার পিতা/মাতা বৃদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। একমাত্র জুবাইর এর আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে ভাই বোনের শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিমে পড়ে যায়, যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন চালিয়ে, এতে করে কোন সুফল না পেয়ে মৌলবী পাড়া গ্রামের আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসনা আকতার খানা পরিদর্শনে গেলে আনোয়ারার নিজে অসুস্থ হয়ে ১সপ্তাহ যাবৎ হয়ে পড়ে আছে। আনোয়ারা বেগম থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন

নিজে, ভালো কোন ডাক্তার দেখানোর মতো সুযোগ নাই, এবং মেডিক্যাল অনেক দূর, তাছাড়াও টাকা পয়সার একটা ব্যাপার আছে। যার কারণে স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান। উক্ত চিকিৎসায় শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে বেশী অসুস্থ পড়েন আনোয়ারা বেগম এতে পরিবারের সকল সদস্য চিন্তায় পড়ে যায়। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৯নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরির্দশক- জেসনা আকতার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি.বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী আনোয়ারা বেগম গত ২১.০৫.২০২২ ইং তারিখ তাহাকে বড় ছেলে

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে আসেন। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: নাঈমা তাবাসসুম (রনি) আনোয়ারা বেগমকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৮/০৫/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ আনোয়ারার এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় সে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশক জেসমিন আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

বিশেষ চুক্ষু ক্যাম্প হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে আলোর মুখ দেখছেন রেনু বালা (৪৮)

দ্বীপ উপজেলার কুতুবদিয়া কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের হিন্দু পাড়া গ্রামের ৮নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন রেনু বালা, স্বামী মধু বালা সেই নিজে গৃহিনী হিসাবে কাজ করেন, স্বামী তিনি

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- তাং ১৭/০৫/২০২২

পেশায় জেলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের পরিবারে ৩ মেয়ে ২ ছেলে নিয়ে মোট সদস্য ৭ জন সদস্য নিয়ে তাদের পরিবার, বর্তমানে পরিবারে বড় মেয়ে ২ মেয়ের বিবাহ দেন, বড় ছেলে কুতুবদিয়া কলেজে ডিগ্রীতে অধ্যায়নরত রয়েছে, ছোট মেয়ে ও ছেলে ৮ম ও ১০ম শ্রেনীতে অধ্যায়নরত রয়েছে। রেনু বালা নিজে সংসারের কিছু কাজ করেন। স্বামী মধু বালা পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস। আমাদের প্রতি মাসে হিন্দু পাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য পরির্দশক জোসনা আকতার খানা পরির্দশনে গেলে দেখা যায় রেনু বালা চোখের সমস্যা নিয়ে প্রায় দেখা হলে কথা বলতো কখন আমাদের চোখের ডাক্তার আসবে। চোখের সমস্যা নিয়ে রেনু বালা প্রায় সময় সমস্যায় পড়তেন। এছাড়া ও কুতুবদিয়া কোন চুক্ষু হাসপাতাল না থাকায় এটা নিয়ে তিনি কোন ভালো প্রকার চিকিৎসা ছাড়া অবহেলা করে, চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য অপেক্ষা করে। রেনু বালা থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান তিনি প্রায় ১বছর যাবৎ উক্ত সমস্যায় ভোগছেন। তাহার পরিবারের এমন অবস্থা যে বর্তমানে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য কোথাও নিয়ে জাওয়ার তেমন সামর্থ না থাকায় চুক্ষু ডাক্তারের অপেক্ষায় তাকেন। তাছাড়াও একমাত্র স্বামীর আয়ের উপরে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে হয়। অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার না পেরে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন নিজে এবং স্বামী। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৮নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরির্দশক- জোসনা আকতার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত চুক্ষু ক্যাম্পে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী নিজে ১৭.০৫.২০২২ ইং তারিখ চুক্ষু ক্যাম্পে যায়। যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তার চোখের অবস্থা দেখে কিছু ঔষুধ ও চশমা ব্যবহার করার পরার্মশ দেয়। এবং তাহার চোখ পরিক্ষা করে ডাক্তার তাহাকে চশমা দেয়। গত ৩০/০৫/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ রেনু বালার খবর নিয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, তাহাকে ডাক্তার যে পরিক্ষা করে চশমা ব্যবহার করতে দিয়েছে,। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবন ও চশমা ব্যবহার করে খুবই উপকৃত হয়েছে বলে জানান। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে খুব সহজে এই সেবা নিতে পেরে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশক জোসনা আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রকাশনা তৈরিতে যারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও ধূরুং শাখার সকল সহকর্মী যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, আরো তথ্য প্রদানে আপনাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে । আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন যে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য, সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে ।

মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল- ০১৭১৩-৩৬৭৪৪২, কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ,৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**